



সিরাজুজ্জামান

থাই রাত্রির ঘেরাটোপ

একজন সুপুরুষের নাভির নিচটায় নারী অঙ্গ দেখে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার উপক্রম মোহাম্মদ আল আলীর। এমন পুরুষ কখনও কি দেখেছিল সে? চেহারা ইউরোপিয়ান। ছয় ফুটের মতো লম্বা। জিম করা পেটানো পেশিবহুল শরীর। ভরাট নিতম্ব আর মোটা উরু। সিন্ধু প্যাক সমেত শরীরটার ওজন কম। অথচ সেই পুরুষের নাভির নিচটা কিনা পুরোপুরি একজন নারীর যৌনাঙ্গ। ওমরা করে আসা ধর্মভিত্তিক



গল্প

ছাত্র সংগঠনের সাবেক কর্মী আল আলীর সারা শরীর যেন কাঁপছে। রিমিক্স ইংরেজি গানের শব্দেও যেন তার বুকের ধুকপুকানি শোনা যাচ্ছে। হাতের তালু ও পা যেমে গেছে। যত সময় যাচ্ছে ততই যেন চমকে যাচ্ছে সে। এবার একজন নয় মঞ্চে এলো এমন আরো কয়েকজন পুরুষ। ফ্যাশন চ্যানেলের মডেলদের মতো নানা রঙের আলো আঁধারীর মঞ্চে যাচ্ছে আর আসছেন তারা। কেউ কারো চেয়ে কম নয়। প্রত্যেকের চেহারা নূরানি। অনেকেই তাদের দেখে উল্লাস করছে। কেউবা আবার ধ্যানমগ্ন। কেউ গানের তালে তালে নাচছে। এদিকে আল আলীর পায়ের নিচ থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। চারদিকে তাকিয়ে খেয়াল করে এখানে তেমন কোনো নারী নেই। সবাই পুরুষ। এই রোডে ঢোকার পর দুটি পুরুষ মূর্তি দেখেছিল সে। মূর্তি দুটি ছিল কোমড় পর্যন্ত। নাভির নিচে উখিত পুরুষাঙ্গ তাদের। এরপর কয়েকজন যুবকের অনুরোধে এই বারে প্রবেশ।

বারের সামনের সারিতে হাত ধরাধরি করে বসে আছেন দুজন। এদের একজন সাদা চামড়ার অন্যজন থাইল্যান্ডেরই হবে হয়তো। চেহারা সুরত সেরকমই। তবে বয়স অনেক কম। হাসি তামাশার একপর্যায়ে এদের একজন আরেকজনকে গভীরভাবে চুমু খাচ্ছে। এবার ভালোভাবে লক্ষ্য করে আল আলী। কেউ কেউ মেয়েলি পুরুষদের নিয়ে বসে আছে। আর এসময় মঞ্চে উঠে আসে একদল ট্রান্সসেক্সুয়াল। তারা নারী কণ্ঠের গানের সুরে ঠোঁট মেলায় আর নাচে।

নিজেকে এমন উজ্জ্বল জায়গায় আবিষ্কার করে তড়িঘড়ি বেরিয়ে আসতে চায় সে। কিন্তু বারে ঢোকার সময় অরেঞ্জ জুসের অর্ডার করেছিল। সেটা এখনও শেষ হয়নি। আর দামও মেটানো হয়নি। কি করবে ভেবে পায় না সে। এখানে যে যার মতো ব্যস্ত। তাকে সার্ভ করা মেয়েলি বেয়ারাটি একটু দূরেই এক মালদার বিদেশির সঙ্গে রঙচঙ করছে। তাকে ডাকে। বেয়ারাটি এসে শরীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বিশেষ অঙ্গ স্পর্শ করলে হাত থেকে জুসের গ্লাস পড়ে যায় তার। এবার ভয় পেয়ে যায় সে। তবে দূরের কেউ টের পায় না। কাছের লোকদের চোখে মুখে প্রশয় আর কৌতুকপূর্ণ হাসি। বেয়ারাও রাগে না। বরং আল আলী যেন আদুরে অবুঝ শিশু— এমনভাবে তাকায়। আর কয়েকজন স্বদেশীর সঙ্গে কিচিরমিচির শব্দে কি জানি বলে। মুখ নিঃসৃত লাভার মতো শব্দগুলো হয়তো তাকে উপহাস করে কিছু বলা। কিন্তু ভাষা বুঝতে না পেরে কিছুটা স্বস্তি পায় সে। এরপর গ্লাসের দামসহ সব মিটিয়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু শরীর তার ঘামে ভিজতেই থাকে। রাত যত বাড়ছে ততই যেন এই রোড আরো কোলাহলপূর্ণ হয়ে উঠছে। পাতায়ায় এটা তার দ্বিতীয় রাত।



দুই.

মোহাম্মদ আল আলীরা সাতজন খাইল্যান্ডের পাতায় বেড়াতে গেছেন। সেখান থেকে যাবেন ব্যাংকক। তারা খাইল্যান্ড বেড়াতে যাবে শুনেই চমকে উঠেছে রাজনীতির সহপাঠীরা, আত্মীয়-স্বজন আর কয়েকজন বন্ধুও। কেউ কেউ আড়চোখে তাকিয়েছে। হেসেছে অনেকে। কিন্তু অল্প টাকায় ভ্রমণ করার একটি অফার পেয়ে লোভ সামলাতে পারেনি আল আলী। তাছাড়া লোকে তো কত কি-ই কয়!

কিন্তু প্রথম রাতে পাতায় পৌঁছে শহরটাকে তার খুব বেশি ভালো লাগেনি। রাতের বেলায় উঁচু কোনো ভবন চোখে পড়েনি তার। শহরটাও ছোট। সারাদিন ভ্রমণ করার পর হোটেলে উঠে হাতমুখ ধুয়ে রাতের খাবার খেয়ে পাতায় সমুদ্রসৈকত ধরে হাঁটতে গিয়ে একের পর এক হোটেল খেতে থাকে সে। কয়েকজনের মুখে খাইল্যান্ড সম্পর্কে যা শুনেছিল এর চাইতেও অনেক বেশি কিছু মনে হচ্ছে তার। কিন্তু তখনও তার ওয়াকিং স্ট্রিটে যাওয়া হয়নি। এই রাস্তার কথা সফরসঙ্গী সোহেল রানার কাছে বার বার শুনে আসছে সে। সোহেল নামের সেই সঙ্গী এর আগে আরো কয়েকবার এসেছিল। সেই বলেছে ওয়াকিং স্ট্রিটে কী কী হয়। কীভাবে হয়। কীসের বিনিময়ে হয়। কিন্তু শোনা আর দেখার মধ্যে এমন বিস্তর ফারাক হবে তা ভাবতে পারেনি সে। হোটেল থেকে ফ্রেস হয়ে নেমে আসার পরই প্রথম ধাক্কাটা খায় সে।

পাতায়র সেকেন্ড রোডের আইস ইন নামের একটি মাঝারি মানের হোটেলে ওঠেছে তারা। সেখান থেকে হেঁটেই ওয়াকিং স্ট্রিটে যাওয়া যায়। তবে একটু দূর। তো তারা হোটেলের চারতলা রুমে ব্যাগ রেখে নিচে নামার সময় দেখল একজন পুরুষ আর একজন নারী উপরে উঠছে। দুজন সাদা চামড়ার ভিনদেশি। পুরুষটা টমক্রাজের মতো সুদর্শন। পেশিবহুল শরীর। আর নারীটাও অনেক লম্বা ও স্লিম। পেটে বিন্দু পরিমাণ মেদ নেই। দুজনেরই শরীর থেকে লাভন্য ঠিকরে পড়ছে। তবে নারীটার কিছুটা মেকআপের জন্য। কিন্তু পুরুষজনের চামড়ায় এমন।

এই দুজনকে হোটেলের তৃতীয় তলার একটি রুমে প্রবেশ করতে দেখে কৌতুকপূর্ণ হাসি হাসে তার সফরসঙ্গীর একজন। যে কিনা তার রুম শেয়ার করছে। সফেদ শফিকের সেই হাসির রহস্য কি? জানতে চায় মোহাম্মদ আল আলী।

‘পুরুষের সঙ্গীটি মেয়ে নয়। ছেলে।’

অবাক হয় মোহাম্মদ আল আলী— ‘মানে কি? ছেলের দুধ থাকে নাকি?’ দুধ শব্দটি শুনে একটু ভড়কে যায় সে। ব্রেস্ট বললেই পারত। সেই ধাক্কা সামলে বলে—

‘থাকে না। তবে ইচ্ছা করলে বা ফিল করলে অনেকে অপারেশন করে বানিয়ে নেয়।’

ফিল শব্দটি কেমন জানি খাপছাড়া মনে হয় তার কাছে। তার তো ধারণা পৃথিবীর সব মেয়েই ছেলে হয়ে জন্মাতে চায়। আর একটি ছেলে কিনা অপারেশন করে মেয়ে হবে?

মোহাম্মদ আলীর মনের ভাব বুঝতে পেরে সফেদ শফিক। তাই বলে, ‘এদের ট্রান্সসেক্সুয়াল বলে। যারা অপারেশন করে ছেলে থেকে মেয়ে হয়েছে। এরা আসলে জন্মের পর থেকে নিজেদের মেয়ে হিসেবে ফিল বা অনুভব করে।’

‘মেয়ে হিসেবে ফিল করে মানে?’

‘মানে এরা শারীরিকভাবে ছেলে হলেও মানসিকভাবে মেয়ে।’

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ করে তারই রাজনৈতিক মতাদর্শের একটি ব্যাংকে মধ্যম পদে কর্মরত মোহাম্মদ আল আলীর মাথায় কিছু ঢুকে না। শুধু মনে মনে নাউজবিলাহ, নাউজবিলাহ জপতে থাকে। তবে আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয়ভাবে কিছুটা উদার হয়েছে সে। সন্দেহ এবার পেশায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তা সফেদ শফিকের দিকে। সে এতকিছু জানে কীভাবে?

কিছুটা কি আঁচ করতে পারে দেশের সবচেয়ে বড় এনজিও’র উন্নয়ন কর্মী? তাই উত্তর দেয় সে— ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে এ বিষয়ে একাধিক ডকুমেন্টারি দেখেছে। তাছাড়া চাকরি শুরু আগে বিশ মাস আমেরিকায় ছিল সে। সবচেয়ে বড় কথা সে জেডার নিয়ে কাজ করে।

দেশে বিদেশে নানাভাবে ট্রেনিং দিয়ে স্পর্শকাতর ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে তাকে। তাই সবার প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি থেকে এতকিছু জেনেছে সে।

এবার সিঁড়িতে দেখা সেই দুজনের কথা জানতে চায় মোহাম্মদ আল আলী—

‘তাহলে কি ওই হিজড়াকে হ্যান্ডসাম লোকটি বিয়ে করেছে?’

‘দেখে তো মনে হয় রাস্তা থেকে নিয়ে এসেছে রাত কাটানোর জন্য। আর মেয়েটি হিজড়া নয়। ট্রান্সসেক্সুয়াল।’

ঘণা আর তাচ্ছিল্য মেশানো তীক্ষ্ণ স্বরে বলে মোহাম্মদ আল আলী, ‘ওইটা হিজড়াই। মাফ কর আল্লা মাফ কর।’

তিন.

পাতায়র প্রথম রাতের ওয়াকিং স্ট্রিটে যাওয়ার সময় সমুদ্রসৈকতটি ভালো লাগেনি সাতজনের বেশির ভাগেরই। কল্পবাজারের সমুদ্রসৈকতের কাছে এটি কিছুই নয়। কল্পবাজারের ইনানী সৈকত আর সেন্টমার্টিনের সমুদ্রের গর্জন দেহমনকে উদ্বেলিত করে তোলে। তার তুলনায় তো এই সৈকত কিছুই না। তবে ব্যবস্থাপনা কয়েকশ গুণ ভালো। এজন্যই মানুষ টানতে পেরেছে।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় ওয়াকিং স্ট্রিটে প্রবেশ করে তারা। এর আগে শরীর ম্যাসাজের নানান ‘দোকান’ পেরিয়ে এসেছে তারা। এপ্রিলের শেষ দিকের চরম গরমে শরীরটাকে তাদের নাজেহাল করে দিলেও মনটা নতুন রঙে রাঙিয়ে যাচ্ছে। সেই রাস্তায় একই সঙ্গে পেট, শরীর আর মস্তিষ্কের খাবার। আছে চোখের খাবারও। যে যেটা নিয়ে আনন্দ পাচ্ছে সে সেটাই নিচ্ছে। কেউ কেউ সবগুলোই নিচ্ছে।

আবদুল হাকিম তাদের একজন। যে সব ধরনের খাবার নিতে চায়। কিন্তু ভয় আর উদ্বেগ তাকে আবদ্ধ ডোবার জোকের মতো ছেকে ধরে। শুধু কি আবদুল হাকিম? উন্নয়নকর্মী আর আগে আসা সেই লোকটি ছাড়া সবার একই অবস্থা। তাই তারা প্রথমে শুধু হাঁটতেই থাকে। জোকের মুখে চুন পড়লে যেমন, ঠিক তেমনিভাবে ভয়টাও কাটতে থাকে তাদের। একসময় সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কেউ হারিয়ে যাওয়ার ভান করে। কেউ বা ক্লাস্ত হওয়ার কারণ দেখিয়ে ফুটপাতে বসে পড়ে। এরই মধ্যে আবদুল হাকিমকে কয়েকজন দালাল অনুরোধ করে একটি ড্যান্স বারে নেয়।

এ গো গো ড্যান্সবারে ঢুকেই যা দেখে তা কল্পনা করেনি আবদুল হাকিম। শরীরে এক টুকরো কাপড় নেই নারীর। এত লম্বা নারী এর আগে কোনো দিন দেখেনি সে। হাত-পা দৈত্যের মতো হলেও পেটে বিন্দু পরিমাণ মেদ নেই। বরং উরু যেন শরীর থেকে বের হয়ে আসতে চাইছে। ধব ধবে রাশিয়ান সেই নারীর শরীরটা পুরোপুরি তার মুখের কাছে চলে আসে। সেখান থেকে অতুল মাতাল করা ঘ্রাণ তাকে যেন মছয়া বনে নিয়ে যায়। কিন্তু ভয়ডর তো আর পুরোটা কাটেনি। আছে বিরতবোধও। লাজুকতা তো চোখের পাতায় পাতায়। এখানে থাকলে কি হবে না হবে, সেই ভাবনা তাকে ভূত দাবড়ানোর মতো তাড়ায়। তাই মনের গোপন ইচ্ছা নিবৃত্ত করে বের হয়েই আসে সে। কিন্তু সাহস আরো বেড়ে গেছে।

ভাষার জড়তা কাটিয়ে, মনের দুরূহ দুরূহ ভাব ঠেলে, ঠিক মধ্যরাতে থাই এক নারীকে ঠিক করে ফেলে আবদুল হাকিম। তার রুমমেট ফ্রমতাসীন দলের অন্ধভক্ত। আগামীতে নাকি সে এমপি পদে নির্বাচনও করবে। দল তাকে মনোনয়ন না দিলেও এখন তার জেলায় যে পুলিশ কর্মকর্তা আছেন— সেই ভাই থাকলে নাকি তার বিজয় কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। একদম আগ্নেয়গিরির মতো উদগিরণ করে বিজয় বেরিয়ে আসবে। সেই আনিছুর রহমান আনিছ সঙ্গের কথা না বলেই মেয়েটিকে হোটেলে এনেছে সে। রাজনীতির লতাপাতার প্যাঁচমোচড় চেনা আনিছ তাদের দেখে কিছুটা ভড়কে যায়। কিন্তু বন্ধু আবদুল হাকিমের জন্য মনটা নরম করে। রুম ছেড়ে দিয়ে বাইরে আসার সময় বলে দেয়, তার তোয়ালে যেন কেউ ব্যবহার না করে। আর সেই নারীকে ইঙ্গিত আর বাংলা-ইংরেজি মিশ্রণে বলে— তার বন্ধু অনেক মালদার পার্টি। যাওয়ার সময় যেন বেশি করে টাকা খসায়!

বাইরে রাখা চেয়ারে বসে সিগারেট ধরায় আনিছ। এত রাতেও চারদিক তেঁতে আছে। তার শরীর বেয়ে ঘাম ঝরছে। মোবাইলে ব্রাউজিং করতে করতে সিগারেট ধরায় সে। সিগারেট অর্ধেক খাওয়া শেষ না হতেই বাইরে বেরিয়ে আসে আবদুল হাকিম।

‘মেয়েটি কিন্তু অনেক ভালো। আপনি চাইলে ইউস করতে পারেন।’

এত কাঁচা কাজ করার লোক নয় আনিছ। তাই না করে দেয় সে। মেয়েটি



বেরিয়ে যাওয়ার সময় আনিছকে পটানোর চেষ্টা করে। কিন্তু মেয়েটিকে বাংলায় নানান ধরনের কটুক্তি করে সে। ভাষা বুঝতে না পারলেও মুখের ভাবভঙ্গি দেখে মেয়েটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে বলে, 'তুমি অনেক খারাপ। অথচ তোমার বন্ধু কত ভালো।' চেষ্টা করলেও ইংরেজি আসে না। তাই বাংলাতেই বলে আনিছ, 'হুম, ভালো তো হবেই। এত কম সময়ে টাকা হাতিয়ে নিতে পারলে।' প্রথম রাতের এই কাহিনি সকালে এ ওকে বলতে বলতে সাতজনেরই কানে যায়। আর আবদুল হাকিমের ভেতরে যৌনতাকে উস্কে দিয়েছে থাইল্যান্ড।

বিয়ে করে দশ বছর পার করে দেয়া হাকিমের ঘরে তিনটি সন্তান থাকলেও নিজের শরীরকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে সে। আর সেখানে যাওয়াকে চরম আনন্দদায়ক কাজ হিসেবে ভাবতে থাকে। শুধু কি তিনি? সফরসঙ্গীদের আরো দুজন সেই খেলায় মেতে ওঠেছিল। আর দ্বিতীয় রাতে হাটতে হাটতে মোহাম্মদ আল আলী কী-না গিয়ে পড়ল ছেলে-ছেলেদের রাজত্ব?

চার.

পাতায়ার দ্বিতীয় সকালে কো ল্যান আইল্যান্ডে যাওয়ার জন্য সাতজন লঞ্চঘাটের দিকে রওনা দেয়। লঞ্চঘাটে পৌঁছলে সমুদ্র পাড় থেকে দূরে অনেকগুলো বহুতল ভবন দেখে ভালোলাগে তাদের। প্রথম দিন ঠিক রাতে পৌঁছে ছিল তারা। এমনিতেই দেশীয় বেসরকারি বিমানটি উড়তে দেরি করেছে। তারপর থাইল্যান্ডে ল্যান্ড করার সময় নাকি সংকেত পাচ্ছিল না বিমান। এজন্য আকাশে ঘণ্টা খানেক চক্কর দিয়েছে। বছর খানেক আগে নেপালের বিমান দুর্ঘটনার কথা মনে পড়ছিল সবার। তবে সেটা মনের ভেতরেই ছিল। প্রকাশ করেনি কেউ।

আর বিমান থেকে নামার পর পাতায়ার যে বাসের টিকিট পেয়েছিল সেটা দেড় ঘণ্টা পর ছেড়েছে। বাসটির আসনগুলো বিমানের আসনের চেয়ে পরিসর ও আরামদায়ক ছিল। পরিবেশ স্বজাত আচার-আচরণ আর মনোবৃত্তি বদলাতে পারে না। ভ্রমণের আরেক সাথী জলিল মিয়া তাই দেশ থেকে গুড় আর চিড়া এনেছে। পলিথিনে প্যঁচানো সেই চিড়াগুড় বাসে বাসে খেয়েছে তারা। আর ফেলেছেও। শুধু খায়নি সফেদ শফিক। উচ্চস্বরে কথা বলেছে।

বিশেষ করে আনিছ। উচ্চস্বরে ছাড়া কাউকে ডাকতে পারে না। দেশগ্রামে দূরের ক্ষেতখামারে কাজ করা ব্যক্তিকে যেভাবে ডাকে, সুযোগ পেলেই দরকারে অদরকারে তার বন্ধু আবদুল জলিলকে চিৎকার করে ডাকে। কারো কারো আপত্তি সত্ত্বেও কথায় কথায় বুম বুম শব্দ ব্যবহার করে দু-তিনজন। আর তা দেখে আশপাশের বিদেশিরা তাদের দিকে আড়চোখে তাকায়। এসব করতে তাদের বারণ করেছে সফেদ শফিকও। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। একসময় তাদের আর থামানোর বৃথা চেষ্টা না করে এয়ারফোনে গানস এন রোজেস এর সুইট চাইল্ড ও মাইন- শুনতে শুনতে বৃদ হয়ে ছবির মতো বাইরের দৃশ্য দেখছিল।

কো ল্যান আইল্যান্ডে যাওয়ার জন্য লঞ্চ ওঠার পর দেশের নানা বিষয় নিয়ে কথা জুড়ে দেয় তারা। বিশ্বকাপে অংশ নেয়া বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের গায়ে লাল-সবুজ জার্সি নেই— সেই তর্ক ফেসবুকের কল্যাণে থাইল্যান্ডেও আছড়ে পড়ে। জলিল মিয়া এ ব্যাপারে সোচ্চার। এতে নাকি বাংলাদেশের মানুষকে অপমান করা হয়েছে। লাল-সবুজকে অপমান করা হয়েছে। অথচ হোটেলে ওঠার পর লুঙ্গি পরে কাঁধে গামছা ফেলে রিসিভশনে চলে যায় সে। এটা বলতে যে, এসি ঠিকভাবে কাজ করছে না। এছাড়া রুমের মেঝেতে কলার খোসা ও পলিথিন ফেলে। রুমমেট হিসেবে সফেদ শফিক তা না করার জন্য বললেও শুনে না। এমনি কি সোহেল রানা বলেছেও এতে আমাদের সম্পর্কে আমাদের দেশ সম্পর্কে তাদের বাজে ধারণা হবে। তখনও কোনো যুক্তি তর্কের ধারে না গিয়ে জলিল মিয়া বলেছেন—

'এসব পরিষ্কার করার লোক তো আছে। ওদের কাজ ওরা করবে।' সেই জলিল মিয়া আজ দেশের চিন্তায় অস্থির! এর যত না লাল-সবুজের জন্য, তারচেয়ে বেশি রাজনীতিক। কেন সরকার এটি দেখতে ব্যর্থ হলো? এজন্য পাপনের পদত্যাগ করা উচিত।

সোহেল রানা বলে, 'রাতের গো গো বারে বিশাল অস্ট্রেলিয়ান নারীদের একাংশ তাদের জাতীয় পতাকার রঙে বানানো প্যান্টি। ব্রাও জাতীয়

পতাকা নিয়ে বানানো। তাতে কি যায় আসে?'

'আরে ওরা তো বিধম্মী। ওদের সঙ্গে আমাদের তুলনা?'

ব্যাপারটা যুক্তিতর্কের বাইরে যাচ্ছে দেখে কৌশলে সবাইকে নিয়ে ছবি তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে সফেদ শফিক।

সন্ধ্যায় দ্বিতীয় বারের মতো তাদের সঙ্গে মোহাম্মদ আল আলীও রওনা দিয়েছিল। ওয়াকিং স্ট্রিটে প্রবেশ মুখে ডলফিন ভাস্কর্যের কাছে হাঁটার সময় বাম পাশের গলি দিয়ে একটু সামনে যাওয়ার পর কৌতুহলবশত ডান দিকের গলিতে ঢুকেছিল সে। এরপর কয়েক কদম যাওয়ার পরই পা থেকে কোমড় পর্যন্ত দুটি মূর্তি দেখেছিল। মূর্তি দুটির উথিত অপের ওপর বর্ণিল কাগজের মালা। রাতেরবেলা যা সরিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু এত কিছুর পরও সে কিছু বুঝতে পারেনি।

পাঁচ.

দুই রাত পাতায়ার কাটিয়ে ব্যাংককের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তারা। সকালে সাতজনের তৈরি হতেই সময় লেগে যায় বেশি। তার ব্যাংকক পৌঁছতে পৌঁছতে পড়ন্ত বিকেলে। নানা প্লাজার দিকে আসলেই দেখে রাস্তার দুই ধারে সারি সারি বারবনিতা দাঁড়িয়ে আছেন। রাস্তার দু'ধারে সারি সারি বার। সেখানে বিদেশিরা আরামসে মদ গিলছে। কারো কারো পাশে স্থানীয় যুবতী। জুটিগুলো এমন ভাব করছে যেন তাদের বন্ধন জন্মজন্মান্তরের। কিন্তু তা নয়। বিদেশি বয়স্ক লোকগুলো ক্ষণিকের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে প্রেমিকা জুটিয়ে নিয়েছে। সময় ফুরালেই নিজ নিজ দেশে উড়ে যাবে তারা।

আগে থেকেই বুকিং না দেয়ার কারণে ডি বেড নামে একটি সাধারণ হোটেলে ঠায় হয় তাদের। ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস গরমে তেঁতে আছে সবাই। কিন্তু রুমে ওঠার কয়েক মিনিটের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ হয়ে যায়। রিসিভশনে এসে জানতে চাইলে কর্মচারীটি বলে এখনও হোটেলের বিল পরিশোধ করা হয়নি। বিল পরিশোধ না করা পর্যন্ত কানেকশন বন্ধ থাকবে। কিন্তু বিল পরিশোধ করবে যে সোহেল রানা তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এদিকে ছয়জন ছয় ধরনের মন্তব্য করছে। হোটেলটির কর্মচারী সাফ জানিয়ে দেন, এটা কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে চলে। বিল পরিশোধ করার পরই কেবল বিদ্যুতের সংযোগ দেয়া সম্ভব! নিরুপায় হয়ে দরদর করে ঘামতে থাকে সবাই।

অনেকক্ষণ পর সোহেল রানা ফিরে এসে জানায়, সে ডলার ভাঙ্গাতে গিয়েছিল। কর্মচারী নারীটিকে বলে গিয়েছিল সংযোগ দিতে। কিন্তু সে দেয়নি।

বিদ্যুতের সংযোগ দেয়ার পর দেখা গেল হোটেলটির দুটি রুমে এসি কাজ করে না। সোহেল রানার রুমে উৎকট গন্ধ। সফেদ শফিক ও মোহাম্মদ আলীর রুমের এসি কাজ করছে না। এ নিয়ে সবার মধ্যে চরম অসন্তোষ দানা বাধে। নেতা আনিছ তার বন্ধু আবদুল হাকিম নিয়ে একটু দূরে বিশালবহুল বহুতল ভবনে হোটেলের ১৯ নম্বর ফ্লোরে চলে যায়। সকালে চেক আউটের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাদবাকিরা সেখানেই রাতটি পার করে দেয়। কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠে আবদুল জলিল জানিয়ে দেয় তাদের এসিতে সমস্যা নেই। তাই তারা রুম পরিবর্তন করবে না। আর সোহেল রানা সেই হোটেলের একটি ভালো রুমে ওঠে। আর সেই কথায় সায় দেয় সোহেল রানাও। বাধ্য হয়ে পাসের আরেকটি হোটেলের চারতলায় ওঠে সফেদ শফিক ও মোহাম্মদ আল আলী।

সফেদ শফিক তাদের মধ্যে থেকেও অনেকটা অন্য ধরনের। থাইল্যান্ড ভ্রমণের ইচ্ছা কখনও ছিল না তার। যৌনতায় যেখানে প্রথম উদ্দেশ্য ও ব্যবসা, সেখানে যেতে তার মন চাইছিল না। সে আসলে প্রেমে বিশ্বাসী। প্রেম ছাড়া যৌনতায় তো জড়িয়ে পড়ে পশুপাখি। তাই চিরদিন সে প্রেমের সাধনা করেই চলেছে। কিন্তু এই যৌন বেচাকেনার ব্যাপারে সে যে রক্ষণশীল তাও না। তাই খুব সযত্নে ইন্টারনেট ঘেঁটে ব্যাংককে সেই ধরনের রোমান্টিক জায়গা খুঁজছিল সে। মোবাইলে পাওয়া সেরকম একটি জায়গার স্ক্রিনশট নিয়ে রাখে সে। এরপর সন্ধ্যা নামার পর সেও রওনা দেয়। প্রথমে জায়গাটাকে অনেক রাইড শেয়ারিং বাইকচালক চিনতে পারে না। একজন আরেকজনের কাছ থেকে জেনে নিয়ে ১০০ বাথের বিনিময়ে তাকে নামিয়ে দেয়।

সেখানে পৌঁছে প্রথমেই সে একটি বিয়ারের অর্ডার দেয়। থাইল্যান্ডে পৌঁছার পর এটি তার দ্বিতীয় বিয়ার। প্রথমটি নিয়েছিল ব্যাংককের



গল্প

সাফারি পার্কে গিয়ে। উৎকট গরমে অস্থির হয়ে এটি করেছিল সে। বিয়ার খেতে খেতে এক বেয়ারার সঙ্গে খাতির করে ফেলে সফেদ শফিক। এরপর ডিনারের অর্ডার দেয়। পাশে এসে বসে যুক্তরাজ্য থেকে আসা দুজন কপোতকপোতি। ১২ বছর ধরে তারা লিভ টুগেদার করছে। তার সঙ্গে বেশ ভাব জামায় দুজনই। রাতের খাবার খেতে খেতে রোমান্টিক একটি বারের সন্ধান দেয় বেয়ারা।

বেয়ারার কথামতো সেখানে যায়। দূর থেকে দেখে প্রথমেই সে ভাবে সারি সারি লোকগুলো বিশাল কোনো ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকছে। তারও কিছু কেনাকাটা করা দরকার। তাই সেও ঢুকে। প্রবেশের পর তিনশ বাথ রাখা হয় তার কাছ থেকে। এর বিনিময়ে দুটি ড্রিংকস দেয়া হবে। আর হাতে সিল মেরে দেয়া হয়। এরপর তার বুঝতে দেরি হয় না এটাই সে ড্যান্সবার।

হ্যাঁ সেখানেও কপোতকপোতি আছে। আছে প্রফেশনালও। একেক বিস্মিয়ে একেক ধরনের ব্যবস্থা। কোথাও শুধু থাই। আবার কোথাও সাদা চামড়ার বিদেশিদের আধিক্য। সফেদ শফিক সাদা চামড়ায় ঢুকে পড়লেও সবগুলো ঘুরে দেখে। শেষে সাদা চামড়ার আনাগোনা বেশি যেখানে সেটাই বেছে নেয়।

রাত যত বাড়তে থাকে সেই ড্যান্সবার যেন ততই তার খোলস পাঁচাতে তাকে। ইংরেজি রিমিক্স গানের ছন্দে ছন্দে মাতোয়ারা হয়ে যায় সবাই। সফেদ শফিক বরফ ছাড়া অরেঞ্জ জুস নেয়। তবে মাঝখানে ঘণ্টা দুই বিরতি দিয়ে। সেখানে অনেকের সঙ্গে নাচতে চেষ্টা করে সে। কিন্তু সবাই প্রশ্রয়ের হাসি দেয়। একটুও কি সামিল হয়? না মনে হয়। কিন্তু মনোযোগ আকর্ষণ করতে থাকে সে। এসময় চঞ্চল এক মেক্সিকোর নারীর সঙ্গে নাচতে চাইলে বন্ধুদের নিয়ে অবজ্ঞা গুরু করে সে। লজ্জা পায় সফেদ শফিক। কিন্তু কিছুই যেন হয়নি এমন ভাব করে আস্তে আস্তে দূরে সরে আসে। বুকের ভেতরটা অপমানে হাহাকার করে ওঠে তার।

সেই ড্যান্সবার ছিল তিনতলার। নিচতলায় নাচ হচ্ছিল। দ্বিতীয় তলা থেকেও অনেকে যোগ দিচ্ছিল। কিন্তু ভিড় তেমন নেই। আর তৃতীয় তলায় ওয়াই ফাই হোজ ও মোবাইল চার্জ দেয়ার ব্যবস্থা। আছে একটি বিছানাও। এই বিছানায় কে কখন, কাকে নিয়ে শোয় কে জানে। আদৌ শোয় কিনা জানে না সে। তাই কিছুক্ষণ মনমরা হয়ে দ্বিতীয় তলায় বসে থাকে সে।

মনমরা ভাব বেড়ে ফেলে আবার উন্মাতালে এই ভেবে যোগ দেয় সে— এখনও তো সময় শেষ হয়ে যায়নি। প্রিয় গান আর ছন্দ তাকে টেনে নেয়। এরই মধ্যে কপোতকপোতির একে অপরকে চুম্বন দেয়া শুরু করছে। কেউ কেউ আবার আল্লাদ করে একটি স্ট্র দিয়ে একই গ্লাসের ওয়াইন বা জুস দুজনে টেনে নিচ্ছে। সফেদ শফিক শুধু দেখে যায়। আর কল্পনায় নিজ প্রেমিকার ছবি আঁকে।

সব আয়োজন গভীর রাতে আবার শেষও হয়। দলে দলে মানুষ বেরিয়ে আসতে থাকে। সফেদ শফিকও বেরিয়ে আসে। তাকে দেখে ট্যাক্সিক্যাবের ড্রাইভাররা এগিয়ে আসে। রাত অনেক। তাই মিটারে যাবেন না তারা। পরে একশ বাথে একটি ট্যাক্সিক্যাব নেয় সে।

গভীর রাতের নীরব ব্যাংকক। সা সা করে ক্যাব চলছে। সফেদ শফিকের ভেতরটা শূন্যতায় খা খা করছে। যেন ঐশ্বর কোনো মরুভূমির মধ্যে ছোট্ট একটা ক্যাকটাস হয়ে রোদে পুড়ছে সে। মানসপটে ভেসে ওঠে কবিতার মুখছবি। ভালোবাসার কবিতাকে হারিয়ে সে আর বিয়ে করেনি। স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ পর্যন্ত তাদের ভালোবাসাবাসি ছিল। তখন কবিতা রংপুর শহরে পড়লেখা করত। আর সফেদ শফিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। নিয়মিত চিঠি আদানপ্রদান হতো তাদের। সেই চিঠিই একদিন কবিতার পরিবারের হাতে পড়ে। ফলে তড়িঘড়ি করে আমেরিকা প্রবাসী এক যুবকের কাছে জোর করে বিয়ে দেয়া হয় কবিতাকে। সফেদ শফিক এপাড় থেকে তা টেরও পায়নি। তখনকার যুগে তো আর টেলিফোন ছিল না। সেই থেকে বড় একা সে। ভাবতে ভাবতেই দু'চোখ জলে ভিজে যায়। ড্রাইভার লুকিং গ্লাসে তার চোখে পানি দেখে অবাক হয়। আর তা দেখে নিজেকে সামলে নেয় সে। ভেবেছিল এনজিও'র প্রাত্যহিক কঠোর নিয়ম আর বাড়াবাড়ি রকমের বিরক্তিকর রিপোর্টের নিগড়ে বন্দি হয়ে তার সব অনুভূতি মরে গিয়েছিল। কিন্তু ব্যাংকক তা জাগিয়ে দিল।

হোটলে ফিরে দেখে সিঁড়িতে বসে এক মেয়ে কাতরাচ্ছে। এগিয়ে যায়

সফেদ শফিক

'কি হয়েছে তোমার?'

ব্যথায় কুকিয়ে ওঠে মেয়েটি বলে, 'এক নিগ্রো আমাকে তার রুমে এনেছিল। আমার উপর খুব নির্মম হত্যাচার চালিয়েছে।'

আতকে ওঠে সফেদ শফিক, 'তো ফিরবে কীভাবে।'

অসহায় ভঙ্গিতে বলে মেয়েটি, 'জানি না। আমার মোবাইলের চার্জ শেষ হয়ে গেছে। তাই কাউকে ফোনও করতে পারছি না।'

'তো চল আমার রুমে। মোবাইল চার্জ দিবে।'

'না। তুমি রবং একটি ট্যাক্সিক্যাব ডেকে দাও।'

'আমি বরং পুলিশ ডাকি?'

'এই ধরনের ঝামেলায় জড়াতে চাই না আমি।'

রাস্তা থেকে ট্যাক্সিক্যাব ডেকে এনে মেয়েটিকে তুলে দেয় সফেদ। ওঠার সময় সফেদ শফিকের কাঁধে ভর দিয়ে ওঠে সে। আর বিদায় জানানোর সময় মেয়েটির সবুজ চোখ দুটি কৃতজ্ঞতায় ছল ছল করে ওঠে। আনন্দচিত্তে বাহুলধার পর একজনকে ক্ষতবিক্ষত করে কেউ কেউ। এ ধরনের পুরুষত্ব জাহির করে কি সুখ পায় তারা? সেই সুখের ধরনটাই বা কি? তারপর আকাশের দিকে তাকায় সফেদ। একটি নিশাচর জাতীয় বড় ডানার পাখি সদ্য স্বজনহারার মতো ক্রন্দনরত অবস্থায় উড়ছে। যাচ্ছে সাফারি পার্কের দিকে। যেখান থেকে তীব্র সুর্যালোকিত দিনে ঘুরে এসেছে ওরা। সেখানকার ছোট ছোট ডুবায় ও গাছে থাকা শত শত সুন্দর পাখি কেমন জানি অসহায় মনে হয়েছে তার। যারা উড়তে ভুলে গেছে।

ছয়.

দেশে ফেরার সময় এক বাংলাদেশি নারীর সঙ্গে থাইল্যান্ডের সুবর্ণভূমি বিমানবন্দরে দেখা হয় তাদের। সাজসজ্জায় অনেক বাড়াবাড়ি মেয়েটির। মুখে ভারী মেকআপ। বর্ণিল সাজসজ্জা। কিন্তু শরীরের গঠনের দিকে বেখেয়াল। থাই নারীদের মতো স্লিম নয়, স্থূল। সাতজনের সবাই নিশ্চিত হয় মেয়েটি সেখানে বারবনিতার কাজ করে। থাইল্যান্ড ঘুরে আনিছ এতটাই গদ গদ আর উরেলিত যে, প্রায় মুখ ফসকে বলেই ফেলেছিল— বাংলাদেশে উন্নয়ন হয়েছে বলেই এখন বারবনিতাও রফতানি হচ্ছে। কিন্তু এবারও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখে সে। তবে দেশি বলে মেয়েটিকে তার কাছে আরামদায়ক পুরোনো জুতার মতো মনে হয়। তাই ভাব জমিয়ে গল্প করে। আর গল্প শেষ হলে ভ্রমণ সহযোগীদের কাছে গিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে হাসি তামাশায় মেতে ওঠে।

বিমানে ওঠার পর অনেকেই বলাবলি করে আগামী এক মাস এই কোম্পানির ফ্লাইট বন্ধ থাকবে। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারে না সফেদ শফিক। বিমানটিতে যাতায়াতের সময় প্রায় সবগুলো আসনে যাত্রী দেখেছে সে। তো কিজন্য বন্ধ থাকবে। ঢাকায় বিমান ল্যান্ড করার পর দরজা দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার সময় এক যাত্রী ক্যাবিন ক্রুর কাছে জানতে চায়, আগামী এক মাস নাকি এই কোম্পানির ফ্লাইট বন্ধ?

মধুরভাষী ক্রুর চটজলদি জবাব, 'জি স্যার'

'কেন?'

'পবিত্র মাহে রমজান তাই?'

'মানে?'

সেই মেয়েটিও পেছনেই ছিল। তিনি বলেন—

'রমজান মাসে রোজা রেখে কে আর ওই দেশে আকাম কুকাম করতে যাবে?'

ক্রুও মিষ্টি হেসে সায় দেয় তার কথায়। এরপর যোগ করে, 'স্যার ঈদের পর আবার পুরোদমে আমাদের ফ্লাইট চলবে। আপনাকে সেই সময় স্বাগতম।'

মনে মনে ভাবে সফেদ— এই না হলে বাঙালি মুসলমান? কিন্তু মুখ ফুটে বলার কোনো সুযোগ নেই। কারণ মুসলমান নিয়ে কথাগুলো না আবার ধর্মাত্মক ব্যক্তির উন্মত্ত আক্রোশে পরিণত হয়।

অন্তরের অনুভূতি কখনও সমাহিত হয় না। তাই নিজ দেশে পা রেখে ভালোলাগে তার।

সবুজ জমিনের রুমালে লাল সুতায় 'কখনও ভুল না আমায়' লেখার সময় সুঁয়ে ফোঁড় দেয়ার মতো মৃদু স্বরে কি যেন বলে সফেদ। নিজ দেশে ফেরার স্মৃতি ধরে রাখতে শেষ সেলফি নিয়ে ব্যস্ত ভ্রমণসঙ্গীদের কানে তা পৌঁছায় না। ১৩